দক্ষিণ এশিয়ায় চীন ও ভারতের প্রতিযোগিতা [***]

চীন দক্ষিণ এশিয়ায় শক্ত অবস্থান নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশগুলোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করছে। চীন এবং ভারত উভয় দেশই এখন দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের অবস্থান কঠোর করতে ব্যস্ত। আধিপত্য বিস্তারের কোনো সুযোগই এখন দু'টি দেশ একে অপরের সুযোগ দিতে রাজি নয়। উভয় দেশ যে কোনো উপায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে চায় এবং উভয় দেশই একে অপরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে, যা দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিকে ক্রমশ জটিল করে তুলছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় চীন ও ভারতের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ:

১. BRI vs QUAD:

বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের উত্থান ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং এর প্রস্তাবিত BRI প্রকল্প বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের ৫৮টি দেশের সঙ্গে সড়ক, নৌ ও রেল সংযোগ করতে চাচ্ছে চীন। BRI প্রকল্প দিয়ে চীন দক্ষিণ এশিয়াসহ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজস্ব বলয় তৈরি করে ফেলছে। এই প্রকল্পের অধীনে চীন ৮০০০ কিলোমিটার সড়ক বা রেলপথ নির্মাণ করতে চায়, নিয়ন্ত্রণ করতে চায় বিশ্বের ৪০% জিডিপি। এছাড়া BRI প্রকল্পের ৬টি করিডোরের ২টি 'চীন-মায়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর' ও China Pakistan Economic Corridor যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার উপর দিয়ে।

চীনের এই প্রকল্পের বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Indo Pacific Strategy (IPS)- এ যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সমন্বয়ে একটি সামরিক জোট Quadrilateral Security Dialogue বা 'কোয়াড' গঠন করেছে। কোয়াডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দেশ ভারত।

২. চীনের নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি:

প্রথাগত কূটনীতি থেকে সরে গিয়ে কখনও কখনও নিজেদের বিরুদ্ধে যেকোনও ধরনের বক্তব্য বা ধারণাকে আগ্রাসীভাবে চ্যালেঞ্জ করে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। চীনের এই আগ্রাসী কূটনীতিকে Wolf Warrior Diplomacy হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ কূটনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের কোয়াডে যোগ দেয়া নিয়ে প্রকাশ্যে কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানায় চীন।

৩. সিনো-ইন্ডিয়ান কৌশলগত প্রতিযোগিতার জন্য 'হটবেড':

অনেক বছর ধরে সিনো-ইন্ডিয়ান কৌশলগত প্রতিযোগিতার জন্য 'হটবেড' হয়ে আছে দক্ষিণ এশিয়া, যেখানে আছে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। স্থল এবং সমুদ্র- উভয় দিক দিয়ে জোট করে বিভিন্ন সীমান্তে মুখোমুখি অবস্থান নিচ্ছে বেইজিং- এটা নিয়ে নয়াদিল্লি উদ্বিগ্ন। এর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষমতার আধিপত্য দেখাচ্ছে চীন। উল্লেখযোগ্য যে, শুধু ভুটান বাদে এ অঞ্চলের সব দেশ চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই)-তে অংশগ্রহণ করেছে।

৪. ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্য এবং চীনের ভূমিকা:

ভারত দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায় আধিপত্য বজায় রেখেছে। ভারতীয় নেতৃত্ব চায় দক্ষিণ এশিয়া তার নেতৃত্বাধীন একটি শক্তিশালী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত হোক। তবে চীন এই আধিপত্যে চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষত পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং বাংলাদেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে চীন দেশগুলোতে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করছে।চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (CPEC) এর মাধ্যমে পাকিস্তানে ব্যাপক চীনা বিনিয়োগ ভারতকে উদ্বিগ্ন করেছে

৫. গ্লোবাল সাউথের নেতৃত্ব :

গ্লোবাল সাউথের নেতৃত্বের জন্য ভারত ও চীনের তুমুল প্রতিযোগিতা বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ এর ফলাফল শুধুমাত্র গ্লোবাল সাউথের জন্যেই নয়, বিশ্ব ব্যবস্থার ভবিষ্যতকেও প্রভাবিত করবে।আর গ্লোবাল সাউথের নেতৃত্ব পেতে হলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ।

৬. দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব হারাচ্ছে ভারত:

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বেড়েছে চীনের। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় একক প্রভাব হারিয়েছে ভারত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সীমান্তবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি অনেকটা অস্বস্তিতে পড়েছে। বিশেষ করে তাদের চিরশত্রু পাকিস্তানকে একঘরে করে রাখতে প্রতিবেশী দেশগুলো এতদিন ভূমিকা রেখেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মালদ্বীপে সরকার পরিবর্তন, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার পতন, নেপালে সাধারণ মানুষের সমর্থন হারানো ও নেপাল সরকারের ভারতবিদ্বেষী মনোভাব ভারতের 'নেইবারহুড ফার্স্ট' পররাষ্ট্র নীতির অচলাবস্থা নির্দেশ করছে! সবকিছু মিলিয়ে এমন অবস্থায় প্রতিবেশী দেশগুলোতে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব বেড়ে যাওয়াকে আমলে নিতে হবে তাদের। বিশেষ করে নিজেদের দেশের সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেওয়ার মনোভাব ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে না পারলে সীমান্তবর্তী দেশগুলো নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে অস্বস্তিতে থাকতে হবে তাদের।

৭. চীনের উত্থান রোধে একজোট ভারত -যুক্তরাষ্ট্র:

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে বেইজিংয়ের উত্থানকে দমিয়ে রাখতে ভারতের আধিপত্য বাড়াতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্র।

৮. মালদ্বীপ নিয়ে দুই দেশের প্রতিযোগিতা:

ভারত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ। অথচ কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই রাষ্ট্রটিতে প্রভাব বিস্তারে মরিয়া হয়ে উঠেছে এশিয়ার দুই শক্তিশালী প্রতিবেশী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ভারত ও চীন। মালদ্বীপ নিয়ে রীতিমতো দুই দেশের প্রতিযোগিতা চলছে।

৯. নেপালে চীনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা:

নেপাল ও ভারতের মধ্যে ১.৭ হাজার কিলোমিটারের বেশি খোলা সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বিতর্কিত ভূখন্ডগুলোর মধ্যে কালাপানি, লিপুলেখ এবং সুস্তা অন্যতম। এসব বিতর্কিত অঞ্চল নিজেদের বলে ভারত দাবি করলেও এই অঞ্চলগুলো নিয়ে নিজেদের নতুন মানচিত্র তৈরির ঘোষণা দেয় নেপালের সরকার।ভারতের সাথে বিরোধের সুযোগ নিয়ে নেপালে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে চীন ।সাম্প্রতিক সময়ে চীনের সঙ্গে নেপালের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০. শ্রীলঙ্কায় ক্ষমতার পরিবর্তন :

শ্রীলঙ্কায় মাহিন্দা রাজাপক্ষের পতনের পিছনে হয় চীনের ঋণকে দায়ী করার কারণে ভাবা হয়েছিল শ্রীলঙ্কায় চীনের প্রভাব হ্রাস পাবে।কিন্তু সর্বশেষ নির্বাচনে চীনপন্থি অনুরা কুমারা দিশানায়েকের জয় পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে কারণ ঐতিহাসিকভাবে দিশানায়েকে ও তার দল জেভিপিকে ভারতবিরোধী বলে মনে করা হয়। তাই বামপন্থি দিশানায়েকে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে বেশ চিন্তায় পড়েছে নয়াদিল্লি। তবে বিশ্লেষকদের মতে, বাস্তবতা মেনে নিয়ে প্রবল ভারতবিরোধিতার রাস্তায় নাও হাঁটতে পারেন দিশানায়েকে।

১১. বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে ভূ-রাজনীতি:

বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি গত কয়েক দশকে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় বাণিজ্য পথগুলোর অন্যতম হয়ে উঠেছে বঙ্গোপসাগর। প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ সাগরটির তীরবর্তী দেশগুলোর অর্থনীতিও সম্প্রসারিত হয়েছে গোটা বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে। চীনকে মোকাবেলা করতে গিয়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা ব্লকের মনোযোগের কেন্দ্রে উঠে এসেছে ইন্দো-প্যাসিফিক। নিজে বঙ্গোপসাগর-তীরবর্তী না হলেও এ সাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে বড় আয়তনের সীমান্ত রয়েছে চীনের। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (BRI) আওতায় বঙ্গোপসাগর-তীরবর্তী দেশগুলোয় একের পর এক সড়ক-রেল-নৌ ও আকাশ চলাচল অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করেছে চীন।

Bay of Bengal Importance [***]

ভূ-রাজনীতিতে সাগরের গুরুত্বকে বোঝাতে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বলেছেন যে,

"ব্রিটেনকে যদি উন্মুক্ত সমুদ্র ও ইউরোপ এই দুয়ের মধ্যে
যেকোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে ব্রিটেন উন্মুক্ত সমুদ্রকে বেছে নিবে।"

তেমনি অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব অপরিসীম।

❖ **বঙ্গোপসাগরের অবস্থান:**

৫°উত্তর- ২২° উত্তর অক্ষাংশ ও ৮০° পূর্ব - ১০০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

- আয়তন ২২ লাখ বর্গকিলোমিটার
- বার্ষিক জিডিপির পরিমাণ ২.৮ ট্রিলিয়ন ডলার
- বার্ষিক জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৩.৮-৭.৫%
- বিশ্বে মাছের- ১৫% যা ৯০ লাখ টন
- প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভারত, শ্রীলংঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।

ম্যাপঃ বঙ্গোপসাগর

❖ বঙ্গোপসাগরের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বঃ

১. আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠাঃ

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল, তাই ভূ-রাজনৈতিক অংশ হিসেবে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব বেড়েছে।

২. ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নের বিপুল সম্ভাবনাঃ

২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা মামলার জয় লাভের পর বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব বেড়েছে এবং Blue Economy এর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

৩. উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এ অঞ্চলের ভূ-রাজনীতিঃ

- বাংলাদেশের উপকূলজুড়ে নানারকম উন্নয়নমূলক কাজে বৃহৎ শক্তিবর্গের সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ।
- অবকাঠামো নির্মাণ অনুদান
- ব্যবসায়িক অংশীদার (উপকূলীয় দেশে)
- সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও রক্ষায় নানা কর্মসূচি গ্রহণ

প্রভৃতি কারণে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিযোগিতা ও অংশগ্রহণ জোরদার হয়েছে।

৪. বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা কর্মসূচিঃ

বিশ্ব অর্থনীতির ভরকেন্দ্র পূর্বমূখী হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে বৈশ্বিক রাজনীতিতেও বাংলাদেশের গুরুত্ব বেড়েছে। তাই বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকাসহ প্রতিবেশী দেশের নিরাপত্তা কর্মসূচি এগিয়ে চলছে।

৫. এশিয়ার উদীয়মান শক্তিগুলোর অবস্থানঃ

- ভারতের- East Act Policy ও Cotton Road Policy
- চীনের BRI মহাপরিকল্পনা
- জাপানের Freedom Road Policy তিনটিই বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রীক।

৬. বন্দরের গুরুত্ব বৃদ্ধিঃ

বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে অন্তত ১২টি বন্দর ও ২৪টি সৈকত রয়েছে। চট্টগ্রাম, মোংলা, পায়রা, মাতারবাড়ী, কলকাতা, বিশাখাপটনম, সিতওয়ে, রেঙ্গুন, চেন্নাইসহ গুরুত্বপূর্ণ বন্দর রয়েছে।

৭. খনিজ সম্পদঃ

- ৮.৫ TCF গ্যাসের মজুদ
- ৩০-৮০ মিটার গভীরতায় বিশেষ Clay সন্ধান যা ইমারত শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৮. ব্যস্ততম জাহাজ চলাচলপথঃ

বঙ্গোপসাগর মূলত বিশ্বের অর্থনৈতিক হাইওয়েতে অবস্থিত। ভারত, জাপান ও চীনের গুরুত্বপূর্ণ তেল রফতানির ৬৬ শতাংশ সম্পন্ন হয় এবং বিশ্বের বিশালাকার (বাল্ক) কার্গোর ৩৩ শতাংশই বঙ্গোপসাগরকে সংযুক্ত প্রণালী পথে যাতায়াত করে।

৯. **BIG-B Project ও কালাদান:**
বাংলাদেশে জাপানের BIG-B, মিয়ানমারের রাখাইনে ভারতের কালাদান Project.

১০. **Connectivity:**
- Asian Highway
- Tri patriate Highway
- SASEC
- MPAS- (Master Plan of ASEAN Connectivity 2025)

এই Project গুলো বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

১১. **চীনা স্বার্থ:**
BRI প্রসার, String of Pearls Policy বাস্তবায়ন এবং ভারত ও পশ্চিমাদের আঞ্চলিক প্রভাব হ্রাস।

১২. **চীনের সাথে কোরিয়া ও জাপানের স্বার্থও জড়িত:**
বঙ্গোপসাগর ও মালাক্কা প্রণালির মধ্য দিয়ে যাওয়া বাণিজ্যিক রুটগুলোর ওপর জ্বালানি ও বাণিজ্যের জন্য চীন যেমন নির্ভরশীল, তেমনি এ অঞ্চলের অন্য দুই শীর্ষ অর্থনীতির দেশ কোরিয়া-জাপানও নির্ভরশীল।

১৩. **মার্কিন স্বার্থ:**
IPS প্রসার, চীনা প্রভাব মোকাবেলা।

১৪. **তেলগ্যাস কোম্পানিদের আকর্ষণ:**
- গ্যাসপ্রম
- এক্সনমবিল
- India Oil Company
- China Oil Company

এদের জন্য বঙ্গোপসাগর আকর্ষণীয়।

❖ ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা কাজে লাগাতে বাংলাদেশের করণীয়:

১. **দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতায় চুক্তি করা:**
চীন, জাপান, ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি করা ও অন্যান্য আঞ্চলিক বলয় তৈরি করা।

২. ভারসাম্য রক্ষা:
বাংলাদেশকে ইন্দো-প্যাসিফিক পলিসি এবং রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ বা আরসিইপির প্রবর্তক দেশগুলোর মতো বৈশ্বিক প্রভাবশালীদের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। কারণ বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক উপকূলীয় অঞ্চলে কম্প্রিহেনসিভ ওশ্যান ম্যানেজমেন্ট রেজিম (সিওএমআর) গঠনের জন্য সব ছোট দেশকে সামনে রাখা হচ্ছে।

৩. **BIMSTEC কে সুদৃঢ় করা:**
BIMSTEC বঙ্গোপসাগরীয় তীরবর্তী দেশগুলো নিয়ে গঠিত।

৪. **ASEAN এর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি:**
আঞ্চলিক কানেকটিভিটির জন্য বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব উপস্থাপন করে আসিয়ানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

৫. **বিনিয়োগের প্রস্তাব:**
বঙ্গোপসাগরের সুবিধা Focus করে বিনিয়োগ প্রস্তাব প্রদান। BIG-B এর মত নানা প্রস্তাব প্রদান করা যেতে পারে।

৬. **ভারত বেষ্টিত মতাদর্শ ত্যাগ:**
ভারতকে স্বার্থের জন্য বাংলাদেশকে দরকার এমন প্রস্তাব প্রদান।

৭. **নিরাপত্তা চুক্তি:**
মাদকদ্রব্য, চোরাচালান, জলদস্যুতা, মৎস্য আহরণসহ যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি করা।

৮. **বাণিজ্য স্বার্থে দ্বন্দ্ব নিরসনে সতর্ক থাকা:**
স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়েছে ইতোমধ্যে তাই সতর্ক থাকতে হবে।

৯. **সম্পদ আহরণে সচেষ্ট থাকা:**
তেল গ্যাস অনুসন্ধান, মৎস্য আহরণ, দ্বীপের অধিকার লাভ, গবেষণা প্রভৃতি আহরণে ছাড় না দেওয়া।

১০. **পর্যটনে আকর্ষণ:**
সুন্দরবন, সেন্টমার্টিন, সৈকতকে আকর্ষণীয় করে তথা সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডকে আকর্ষণ করে এমন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে